পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বিবৃতি

অসরকারি অনুবাদ

নেপালের শান্তি, স্থায়িত্ব, মৈত্রী এবং উন্নয়নকে সর্বদাই সমর্থন করে এসেছে ভারত। গত দু'দশকে নেপালে আমরা সকলেই হিংসা, অস্থিতাবস্থা, আভ্যন্তরীণ লড়াই এবং রাজনৈতিক অশান্তি এবং এগুলির নেতিবাচক প্রভাব লক্ষ্য করে এসেছি। নেপাল এই সঙ্কট থেকে বেরিয়ে আসার আগেই ২০১৫ সালের এপ্রিল মাসে বিধ্বংসী একটি ভূমিকম্প দেশটিকে তছনছ করে দেয় এবং দেশটির প্রভূত ক্ষয়ক্ষতি ঘটায়।

সেই সঙ্কট রাজনৈতিক হোক বা প্রাকৃতিক, ভারত সরকার সবসময়ই নেপালের উন্নতি এবং কল্যাণ কামনা করে এসেছে এবং যে কোনও প্রতিকূলতায় নেপালের পাশে দাঁড়াতে দায়িত্ববদ্ধ হিসাবে নিজেকে বিবেচনা করেছে।

গত কয়েক মাস ধরে নেপালের রাজনৈতিক নেতৃত্ব যৌথ স্তরে শলা-পরামর্শ এবং আলোচনার মাধ্যমে দেশের সংবিধান রচনার মতো গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে গভীরভাবে নিয়োজিত থেকেছে।

দূর থেকেই নেপালি নেতাদের কণ্ঠে অনুপ্রেরণামূলক বার্তা শোনা গিয়েছে যে, দেশের সংবিধানের আওতায় দেশের সমস্ত এলাকা এবং অংশ থাকবে এবং এটি একটি উদারনৈতিক, আধুনিক এবং ঐক্যবদ্ধ নেপালের ফোকাল পয়েন্ট হয়ে উঠবে। রাজনৈতিক নেতাদের কণ্ঠে প্রেরিত হওয়া এই বার্তা আমাদের ভারতীয়দের অত্যন্ত আনন্দিত করেছে।

গত কয়েক বছরে বহু চ্যালেঞ্জ প্রতিহত করতে নেপালের রাজনৈতিক নেতৃত্ব বুদ্ধিমত্তা ও পরিণতমনস্কতা দেখিয়েছে যার ফলে দেশের শান্তি আলোচনা এবং দু'দুটি সফল ভোটের মাধ্যমে সর্বসম্মত বহুদলীয় সাংবিধানিক গণতন্ত্রকে সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। শান্তি প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে নেপাল যে কৃতিত্ব স্থাপন করেছে, আমরা তার প্রশংসা করি।

গণপরিষদ কর্তৃক সংবিধান রচনা প্রক্রিয়া যেখানে বহু বিতর্কিত সমস্যার সমাধান করা হয়েছে, তাতে হওয়া সাম্প্রতিক অগ্রগতিকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি এবং প্রশংসা করছি।

নেপালের নানা অংশে যে প্রতিবাদ আন্দোলন এবং হিংসা চলছে, তার জন্য ভারত উদ্বিগ্ন। ভয়াবহ হিংসা আরও একবার নেপালের আত্মাকে কাঁপিয়ে দিয়েছে। এর কবলে যারা পড়েছেন, তাঁরা নেপালের সাধারণ নাগরিকই হোন বা সরকারি আধিকারিক, যাঁদের রক্ত বয়েছে তাঁরা প্রত্যেকেরই পরিচয় এক, তাঁরা নেপালি। নেপাল যেখান এখনও ভূমিকম্পের শোক কাটিয়ে উঠতে পারেনি, তার মধ্যে এই সব ঘটনা যে কোনও মানবাধিকারবোধসম্পন্ন দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করবে।

এই প্রসঙ্গে, সমস্ত রাজনৈতিক শক্তির কাছে আমরা স্থায়ী স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে অনুরোধ করছি, যাতে হিংসামুক্ত পরিবেশে আলোচনা এবং সুবিস্তৃত সম্ভাব্য চুক্তির মাধ্যমে অবশিষ্ট বিষয় নিয়েও চর্চা হয়। যে সংবিধান সর্বস্বীকৃত এবং যেখানে সমস্ত অঞ্চলের এবং নেপালি সমাজের প্রত্যেকটি অংশের আশা-আকাঙ্খার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা একটি শান্তিপূর্ণ এবং উন্নয়নশীল নেপালের স্থায়ী ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবে এবং নেপালের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে তা একটি ফোকাল পয়েন্টও হয়ে উঠবে।

নেপালের রাজনৈতিক দল, সংগঠন এবং ককরা সবসময়ই বিপদে-বিপর্যয়ে পরিণতমনস্কতা এবং দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছে। শুধুমাত্র তাঁদের স্থায়ী নেতৃত্ব এবং বুদ্ধিমত্তার কারণেই নেপাল তার সাম্প্রতিক প্রতিবন্ধকতাগুলিকে কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হবে। আধুনিক নেপাল গড়তে একটি স্থায়ী এবং স্থিতিস্থাপক সংবিধান প্রয়োজন। আমরা আশা করি যে নেপালের নেতারা তাঁদের এই প্রচেষ্টায় কোনও খামতি রাখবেন না।

নেপাল সরকার এবং এর বাসিন্দাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ এবং সৌহার্দমূলক সম্পর্ককে আরও মজবুত করতে ভারত সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং নেপালের অধিবাসীদের আশা ভরসার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শান্তি, স্থিতাবস্থা এবং সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সব ধরনের সাহায্য এবং সমর্থন দেওয়া অব্যাহত রাখবে।

নয়াদিল্লি,

১৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৫